সালাসাতুল উসূল ও আদিল্লাতুহা

তিনটি মৌলনীতি

ও

প্রমাণ পঞ্জী

বিপ্লবী সংস্কারক

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব

(১১১৫ - ১২০৬ হিঃ

অনুবাদ : আব্দুল মতীন সালাফী

Bangali

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة

THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTANAH

সালাসাতুল উসূল ও আদিল্লাতুহা

তিনটি মৌলনীতি

ও

প্রমাণ পঞ্জী

বিপ্লবী সংস্কারক
আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব
(১১১৫ - ১২০৬ হিঃ
অনুবাদ ঃ আব্দুল মতীন সালাফী

ح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ١٤٢٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

محمد بن عبدالوهاب بن سليمان.

الأصول الثلاثة .

٤٠ ص ، ١٢ × ١٧ سم

ردمك : x – ٠٤٥ – ٢٩ – ٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- العقيدة الإسلامية   ٢- التوحيد

٣- الصلاة   أ- العنوان

ديوي ٢٤٠   ١٦/ ٠٧٧٦

رقم الإيداع: ١٦/ ٠٧٧٦

ردمك: x – ٠٤٥ – ٢٩ – ٩٩٦٠

الطبعة التاسعة

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশকের বক্তব্য

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হউক, অতঃপর ঃ

মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার এবং বিদ্আত ও কুসংস্কার মুক্ত সঠিক দ্বীনকে তাহাদের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচারের জন্য সউদী আরবের ইসলামী গবেষণা, ইফতা, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগের প্রধান কার্যালয় - যে সকল বিষয়ে মুসলমানদের সঠিক জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, সে ধরনের মৌলিক বিষয় সমূহের সমাধান সম্বলিত কতগুলো বই মূদ্রণ করে বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে মুসলমানরা উপকৃত হতে পারেন ।

জনাব আব্দুল মতীন আব্দুর রহমান সালাফী কর্তৃক বংলা ভাষায় অনূদিত এই বইখানা উক্ত বই সমূহের অন্তর্ভূক্ত ।

বাংলাদেশে ইসলামের খেদমতকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে অংশ গ্রহণের জন্য এবং বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতি ও উহার মূল্যবোধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করার জন্য বাংলা ভাষায় এই বই পূনঃ মূদ্রিত হলো । আল্লাহর নিকট প্রার্থনা তিনি যেন ইহা দ্বারা মুসলমানদিগকে উপকৃত করেন এবং তিনিই মানুষের মঙ্গলকারী ।

প্রকাশনায়

প্রধান কার্যালয় , গবেষণা, ইফতা, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে শুরু করছি

(পাঠক !) আল্লাহ তোমার উপর অনুগ্রহ বর্ষন করুন ঃ অবহিত হও ঃ

চারটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য ঃ

এক ঃ বিদ্যা, এমন বিদ্যা যার সাহায্যে দলীল প্রমাণ সহ আল্লাহ, তাঁর নবী এবং দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায় ,

দুই ঃ ঐ বিদ্যার বাস্তব রূপায়ণ,

তিন ঃ তার দিকে (জনগণকে) আহবান জ্ঞাপন,

চার ঃ এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ বিপর্যয়ের ধৈর্য ধারণ । উপরোক্ত কথার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর এই বাণী ঃ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ وَٱلۡعَصۡرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لَفِى خُسۡرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَـوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَـوَاصَوْا۟

بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

অর্থঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে ।

" আবহমান কালের সাক্ষ্য, সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজগুলি সম্পাদন করেছে, আর যারা পরস্পরকে সত্য - নিষ্ঠা ও ধৈর্য ধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়ে থাকে (শুধুমাত্র তারা ছাড়া)" । (সূরা আসর ১-৩)

উপরে বর্ণিত সূরা সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই অভিমত পেশ করেছেনঃ

"যদি আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে এই সূরা ছাড়া অন্য কোন অকাট্য ও শাণিত যুক্তি অবতীর্ণ না করতেন, তাহলে এ সূরাই তাদের জন্য সব দিক দিয়ে যথেষ্ট হতো" ।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার সংকলিত সহীহ বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম

দিয়েছেনঃ 'বিদ্যার স্থান হচ্ছে কথা ও কাজের পূর্বে'।

এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ﴾

"কাজেই জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনই সত্য ইলাহ নেই। আর (হে রাসূল) নিজের (এবং সকল মুসলিম নর - নারীর ভুলত্রুটির) জন্য (আর অপরাধ থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত থাকার উদ্দেশ্যে) আল্লাহর নিকট মার্জনা ভিক্ষা কর।"

(সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯)

এখানে কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান ও বিদ্যার কথাই আল্লাহ প্রথমে উল্লেখ করেছেন। জেনে রাখো, আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। প্রত্যেক মুসলিম নর - নারীর নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ এবং সেই মতে কাজ করা অবশ্য কর্তব্য। উক্ত তিনটি বিষয় এই ঃ

এক ঃ আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা প্রদান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে কোন

দায়িত্ব না দিয়ে এমনিই ছেড়ে দেননি। (বরং হেদায়াতের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ পালন করবে তার বাসস্থান হবে জান্নাত এবং যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ অমান্য করবে তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এর সমর্থনে কুরআনের দলীল ঃ

﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ ﴾

"নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি - তোমাদের উপর সাক্ষী স্বরূপ, যেমন পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল ফেরআউনের প্রতি। কিন্তু ফেরআউন সেই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো। ফলে তাকে পাকড়াও করলাম অত্যন্ত কঠোর ভাবে।" (সূরা মুয্যাম্মেল - ১৫ -১৬)

দুইঃ বস্তুতঃ ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ

কাউকেই তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসাবে পছন্দ করেন না, চাই তিনি কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হোন কিংবা কোন প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের দলীল এই ঃ

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾

"নিশ্চয়ই সাজদার স্থান সমূহ কেবলামাত্র আল্লাহর জন্য, অতএব আল্লাহর সহিত অন্য কাউকে আহবান করো না।" (সূরা জিন ঃ ১৮)

তিনঃ যারা নবীর আনুগত্য বরণ এবং আল্লাহর অদ্বিতীয় সত্তাকে (কথায় ও কাজে) মেনে নেন, তাদের পক্ষে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মোটেই বৈধ্য নয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী। ঐ লোকেরা যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, তথাপি নয়। এর সমর্থনে কুরআনের প্রমাণ হচ্ছে ঃ

﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ

يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟

ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ

أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ

مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ

خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟

عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾

"আল্লাহ ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী এমন কোন সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। হোক না কেন তারা বিশ্বাসীদের পিতা, পুত্র বা ভ্রাতা কিংবা গোত্র গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের হৃদয়ে ঈমানকে শক্তিশালী রেখেছেন এবং তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত (ফেরেশতা

তথা) আত্মিক শক্তি দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন। এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন- যার নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী, সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরকাল। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের উপর এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর উপর। বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে আল্লাহর সেনাদল। জেনে রাখো, আল্লাহর সেনাদলই হবে পরিণামে সফলকাম।" (সূরা মুজাদেলাহ্- ২২)

জেনে রাখো, (আল্লাহ তাঁর আনুগত্য বরণ ও আদেশ পালনের জন্যে তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন) নিশ্চয়ই একনিষ্ঠ আনুগত্যই হলো মিল্লাতে ইব্রাহীমের মূল কথা। উহা এই যে, তুমি কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্ব বরণ করবে এবং কেবলমাত্র তাঁরই জন্য দ্বীনকে খালেস করবে। আর (মূলতঃ) আল্লাহ সমগ্র মানব জাতিকে এরই আদেশ দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল এ জন্যই পয়দা করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা যারীয়াত - ৫৬)

'তারা আমারই ইবাদত করবে' এর অর্থ তারা আমাকে এক ও একক বলে জানবে। মূলকথা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ আদেশ হচ্ছে 'তাওহীদ'। এর অর্থ সর্ব প্রকারের আনুগত্য এককভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা। পক্ষান্তরে তাঁর প্রধানতম নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে শির্ক। তার অর্থ আল্লাহর সংগে অন্য কাউকে আহবান করা। পবিত্র কুরআন থেকে এর প্রমাণ হচ্ছে ঃ

﴿ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا ﴾

"এবং তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, আর অন্য কোন কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না।" (সূরা নিসা - ৩৬)

الأصـــول الثـلاثــة

তিনটি মৌল নীতি

যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সেই তিনটি মৌল-নীতি কি যা প্রত্যেক মানুষেরই জানা অবশ্য কর্তব্য, তুমি উত্তর দেবে যে, বস্তু তিনটি হলো ঃ (১)প্রত্যেক মানুষকে তার রব্ব (প্রতিপালক) সম্পর্কে জানা (২)তাঁর দ্বীন বা জীবন বিধান এবং (৩) তাঁর নবী - মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জানা।

الأصـــل الأول

প্রথম মৌল নীতি

রব্ব (প্রতিপালক) সম্পর্কে জ্ঞান ঃ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার রব্ব কে ?" তা হলে বল ঃ সেই মহান আল্লাহ যিনি আমাকে ও অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীবকে তাঁর বিশেষ নেয়ামতসমূহ দ্বারা লালন-পালন করেন। তিনি আমার একমাত্র রব্ব, তিনি ব্যতীত আমার অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই।

এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের প্রমাণ হচ্ছে ঃ

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

"যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লারই জন্য যিনি বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা।" (সূরা ফাতিহা - ১)

আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট বস্তু এবং আমিও সেই সৃষ্ট জগতের একটি অংশ মাত্র। আর যখন তুমি জিজ্ঞাসিত হবে, "তুমি কিসের মাধ্যমে তোমার রব্বকে চিনেছ ? তখন তুমি উত্তর দেবে, তাঁর নিদর্শন সমূহ ও তাঁর সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে (আমি আমার রব্বকে চিনেছি)। তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে - দিবা - রাত্রি, রবি শশী আর তাঁর সৃষ্ট বস্তু সমূহের মধ্যে রয়েছে সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন এবং যা কিছু তাদের ভিতরে এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে।"

কুরআন থেকে প্রমাণ ঃ

﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ

لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ

ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

"আর (দেখ) তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করবে না, চন্দ্রকেও নয়। বরং সাজদাহ করবে একমাত্র সেই আল্লাহকে যিনি ঐ সবকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে ইচ্ছুক হও।" (সূরা হা- মীম সাজদাহ্ ঃ ৩৭)

আরো প্রমাণ ঃ

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى

ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ

وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ

تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾ ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের রব্ব (প্রতিপালক) হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর আরুঢ় হয়েছেন। তিনি রজনীর দ্বারা দিবসকে সমাচ্ছন্ন করেন, যে মতে তারা ত্বড়িৎ গতিতে একে অন্যের অনুসরণ করে চলে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে স্বীয় নির্দেশের অনুগত রূপে। (জেনে রাখো) সৃষ্টি করার ও হুকুম প্রদানের মালিক মুখতার একমাত্র তিনিই। সর্ব জগতের অধিস্বামী সেই আল্লাহ মহা পবিত্র।" (সূরা আ'রাফ - ৫৪)

তিনি আমাদের একমাত্র রব্ব, তিনিই আমাদের উপাস্য। এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

"হে মানব সমাজ ! তোমরা দাসত্ব বরণ করবে (আর ইবাদত করে চলবে) সেই মহান প্রতিপালকের যিনি সৃষ্টি করেছেন - তোমাদের ও তোমাদের পূর্বের সকল মানুষকে, তাহলে তোমরা সংযমশীল (ধর্মভীরু) হতে পারবে। যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন শয্যা স্বরূপ। যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি ধারা অবতীর্ণ করেন, এর দ্বারা উদ্গাত করেন নানা প্রকার ফলশস্য - তোমাদের উপ-জীবিকা হিসাবে। অতঃপর তোমরা কোন কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ ও অংশীদার করো না, অথচ তোমরা বিলক্ষণ অবগত আছ।"

(সূরা বাকারাহ ঃ ২১ -২২)

ইবনে কাসীর বলেছেন , "এ সমস্ত জিনিসের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই ইবাদতের একমাত্র যোগ্য।"

ইবাদতের প্রকরণ সমূহ যা আল্লাহ পাক নির্দেশিত করেছেন তা হচ্ছে ঃ

(ক)الإسـلام (ইসলাম) আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি নিজেকে সমর্পণ,

(খ) الإيـمـان (ঈমান) বিশ্বাস স্থাপন করা,

(গ) الإحسـان (ইহসান) দয়া- দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন, উপকার সাধন,

(ঘ) الدعـاء (দো'ওয়া) প্রার্থনা, আহবান,

(ঙ) الخـوف (খওফ) ভয় -ভীতি,

(চ) الرجـاء (রাজা) আশা- আকাংখা,

(ছ) التـوكل (তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা,ভরসা,

(জ) الرغبـة(রাগবাৎ) অনুরাগ, আগ্রহ,

(ঝ) الرهبـة (রাহবাৎ) ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা,

(ঞ) الخشـوع (খূশূ) বিনয় - নম্রতা,

(ট) الخشـية (খাশিয়াত) অমঙ্গলের

আশংকা

(ঠ) الإنابـــــــــة (ইনাবাত) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া,

(ড) الاستـــــعانـــة (ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রর্থনা করা,

(ঢ) الاستـــــعاذة (ইস্তে'আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা,

(ণ) الاستـــــغاثة (ইস্তেগাসাহ) নিরুপায় ব্যক্তির বিপদ উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা,

(ত) الذبـــــــح (যাবাহ) আত্মত্যাগ বা কুরবানী,

(থ) النـــــــذر (নযর) মান্নত করা।

এগুলি এবং অন্যান্য যে পদ্ধতি সমূহের আদেশ ও নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন সবকিছুই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে, কেবলমাত্র তাঁর নিকটেই চাইতে

হবে, অন্যের কাছে নয়। এর প্রমাণ হিসাবে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾

"আর সাজদার স্থানসমুহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। অতএব আল্লাহর সংগে কাউকেই আহবান করবে না।" (সূরা জ্বিন -১৮)

ফলতঃ কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোন একটি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য সম্পাদন করে তবে সে মুশরিক ও কাফের রূপে পরিগণিত হবে। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফ হতে প্রমাণ ঃ

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾

"বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি অন্য কোন রব্ব (প্রতিপালককে) আহবান করে, তার পক্ষে তার সমর্থনে কোনই যুক্তি প্রমাণ নেই, তার হিসেব নিকেশ হবে তার রব্বের হুযুরে নিশ্চয়ই কাফের ও

অবিশ্বাসী লোকেরা কখনই সফলকাম হতে পারবে না।"(সূরা মূমেনুন - ১১৭)

হাদীস হতে প্রমাণ ঃ

الدعـــاء مُـــخُّ العبـــادة

দু'আ বা প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদতের সারৎসার। এর সমর্থনে কুরআন হতে প্রমাণ ঃ

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾

"আর তোমাদের রব্ব বলেনঃ তোমরা সকলে আমাকেই এককভাবে ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব, যারা অহমিকার বশে আমার বান্দেগী করা অস্বীকার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।"

(সূরা মু'মেন ঃ ৬০)

ভয় ঃ এ প্রসংঙ্গে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

"অতএব তোমরা তাদের ভয় করবে না। বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা মু'মিন বা বিশ্বাসী হয়ে থাক।" (সূরা আলে ইমরান - ১৭৫)

আশা ঃ এর দলীল হিসাবে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴾

"অতএব যে ব্যক্তি রব্বের সাক্ষাৎ লাভের আশা - আকাঙ্খা পোষণ করে, সে যেন সৎ কর্মগুলো নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতে থাকে। আর নিজ রব্বের ইবাদতে অপর কাউকেও শরীক না করে।"

(সূরা কাহাফ ঃ ১১০)

নির্ভরশীলতা ঃ এ বিষয়ে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

"আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর

করবে, যদি তোমরা প্রকৃত পক্ষে মু'মিন হও"।

(সূরা মায়েদাহ ঃ ২৩ আয়াত)

আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ﴾

"বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হয়, তার পক্ষে তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট"। (সূরা তালাকঃ ৩ আয়াত)

আগ্রহ, ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয় ঃ এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴾

"নিশ্চয়ই এরা সৎকর্মে ত্বড়িৎ ও সদা তৎপর ছিল। আর ভক্তি ও ভয় সহকারে আমাকে আহবান করতো এবং আমার প্রতি এরা বিনয় - নম্র।"

(সূরা আম্বিয়া ঃ ৯০)

অমঙ্গলের আশংকা ঃ এ ব্যাপারে কুরআন থেকে

প্রমাণ ঃ

﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

"কদাচ তাদের ভয় করো না, একমাত্র আমাকে ভয় করে চল। যাতে করে তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সর্বতোভাবে পূর্ণ করে দিতে পারি, ফলে তোমরা (লক্ষ্যে পৌঁছার পথ প্রাপ্ত হতে পারবে") (সূরা বাকারাহ ঃ ১৫০ আয়াত)

নৈকট্য লাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনা ঃ এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

﴿ وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾

"আর তোমরা সকলে স্বীয় রব্বের কাছে ফিরে এসো এবং তোমাদের উপর আযাব সমাগত হবার পূর্বেই তাঁর নিকট সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর,

কেননা (আযাব আসার) পর তোমরা আর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" (সূরা যুমার ঃ ৫৪ আয়াত)

বিনয় -নম্র প্রার্থনা এ প্রসংগে প্রমাণ ঃ

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

"(হে আমাদের প্রতিপালক), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি"। (সূরা ফাতেহা ঃ ৪ আয়াত)

আর হাদীস শরীফে আছে ঃ

إذا استعنت فاستعن بالله

"যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনম্র ভাবে) চাইবে।"

(আহমদ ও তিরমিযী)

আশ্রয় কামনা ঃ এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝٢ ﴾

বল, আমি বিশ্ব মানবের রব্ব (প্রতিপালক) ও মানব মন্ডলীর অধিস্বামীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ

করছি।” (সূরা নাস ১ - ২ আয়াত)

বিপন্ন ব্যক্তির আশ্রয় কামনা ঃ এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾

“আরও (স্বরণ কর) যখন তোমরা (বিপন্ন অবস্থায়) তোমাদের রব্ব পরোয়ারদিগারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে তখন তিনিই তোমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন উহা কবুল করলেন।” (সূরা আনফাল ঃ ৯)

আত্মত্যাগ ও কুরবানী ঃ এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾

(“হে রাসূল) বলে দাও ঃ আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ উৎসর্গীকৃত

বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোনই শরীক নেই ; এবং আমি এ জন্য আদিষ্ট। আর আমিই হচ্ছি মুসলিমদের অগ্রণী।"

(সূরা আনআম ঃ ১৬২ -১৬৩ আয়াত)

হাদীস শরীফে এর প্রমাণ ঃ

„ لعن الله من ذبح لغير الله ،،

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অপরের নামে যবাই করে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন।"

মানত ঃ পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ ঃ

﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴾

"তারা অঙ্গীকার পুরণ করে আর সেই দিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে চলে, যেই দিনের বিপদ - আপদ হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী।"

(সূরা দাহার ঃ ৭ আয়াত)

الأصـــــل الثـــــاني

দ্বিতীয় মৌল নীতি

প্রমাণপঞ্জীসহ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পরিচয় ও জ্ঞান লাভ। আর তা হচ্ছে ঃ এক অদ্বিতীয় আল্লাহর নিকটপূর্ণ আত্ম- সমর্পণ এবং অকুন্ঠ নিষ্ঠার সংগে তাঁর আনুগত্য বরণ ঃ আর সেই সংগে শির্কের কলুষ- কালিমা হতে মুক্ত ও বিশুদ্ধ থাকা। উহার তিনটি পর্যায় রয়েছে ঃ

(ক) ইসলাম (খ) ঈমান (গ) ইহসান।

المرتبـــــة الأولى

প্রথম পর্যায় ঃ ইসলাম

ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি ঃ

(১) 'আল্লাহ ব্যতীত নেই কোন সত্য মা'বুদ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল' একথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

(২) নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

(৩) যাকাত সঠিক ভাবে প্রদান করা।

(৪) রামাযান মাসে রোযাব্রত পালন করা।

(৫) আল্লাহর ঘর যিয়ারত (হজ্জ) করা।

তাওহীদ সম্পর্কিত সাক্ষ্যদানের দলীল প্রমাণ ঃ

কুরআন হতে ঃ

﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

"আল্লাহ ঘোষণা করেন, তিনিই একমাত্র মা'বুদ। আর ফেরেশতাবৃন্দ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮ আয়াত)

এর তাৎপর্য ঃ প্রকৃতপক্ষে তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

এর দুটি দিক রয়েছে ঃ একটি ঋণাত্মক, অপরটি ধনাত্মক।

ঋনাত্মক দিকটি এই যে, সেই একক রব্ব ছাড়া কোনই সত্য মা'বুদ নেই- এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর ইবাদত করা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে। **দ্বিতীয় ধনাত্মক**, এর দ্বারা ইবাদত দৃঢ়তার সংগে একমাত্র আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত হয়েছে। তাঁর রাজত্ব যেমন কোন অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর ইবাদত ক্ষেত্রেও কোন অংশীদারী থাকতে পারে না। পবিত্র কুরআন হতে এর জ্বলন্ত প্রমাণ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

“এবং যখন ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) নিজ পিতা ও নিজ কওমকে বলেন ঃ তোমরা যে সব মূর্তির পূজা অর্চনা করছ ঃ আমি তা হতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। আমি তাঁরই ইবাদত করি যিনি আমাকে পয়দা করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং ইবরাহীম এক চিরন্তন কালিমা রূপে রেখে গেছেন তাঁর পরবর্তীদের জন্যে, যাতে তারা সেই বাণীর পানে ফিরে যেতে পারে”। (সূরা যুখরুফ ২৬ - ২৮ আয়াত)

﴿ قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

“বল হে আহলে কিতাব ! যে ন্যায়সংগত ও বিচার সম্মত কথাটি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাধারণ- এসো আমরা সকলে তদনুসারে অঙ্গীকার

করি যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করব না, আমরা কোন কিছুকে তাঁর শরীক করব না ; আর আমরা একে অপরকে আল্লাহ্ ছাড়া কস্মিনকালে রব্ব বলে গ্রহণ করব না; কিন্তু তারা যদি এতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহলে তোমরা (আহলে কিতাবদের) বলে দাও - জেনে রাখো, আমরা হচ্ছি আল্লাহতে আত্মসমর্পিত মুসলিম।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪ আয়াত)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহর একজন (প্রেরিত) রাসূল তার সাক্ষ্য দান সম্পর্কে কুরআন হতে অকাট্য প্রমাণ ঃ

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের সমীপে সমাগত হয়েছেন তোমাদেরই মধ্যকার একজন রাসূল যার পক্ষে

দুর্বহ ও অসহনীয় হয়ে থাকে তোমাদের দুঃখকষ্টগুলি যিনি তোমাদের জন্য সদা আগ্রহী ও উৎসুক। মু'মিনদের প্রতি যিনি চির স্নেহশীল ও সদা করুণা পরায়ণ।" (সূরা তাওবাঃ ১২৮ আয়াত)

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল - এ কথার তাৎপর্য এই যে, তিনি যা আদেশ করেন তা অনুসরণ করা, তিনি যে বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেন তা সত্য বলে স্বীকার করা আর যা নিষেধ করেন তা বর্জন করা এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা।

আল্লাহর একত্ববাদ, নামায ও যাকাত সম্পর্কে ব্যাখ্যা এ সম্পর্কে কুরআনের জ্বলন্ত প্রমাণ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ﴾

"এবং তাদের তো কেবল এ আদেশই দেওয়া

হয়েছিল যে, তারা একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর ইবাদত করে দ্বীন ইসলামকে খালেস করে নিবে কেবল আল্লাহর জন্য। আর নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত প্রদান করতে থাকবে। বস্তুত ঃ এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় ধর্মরূপ। (সূরা বাইয়্যেনাহ ঃ ৫ আয়াত)

রোযাব্রত সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

"হে মু'মিনগণ, সিয়াম সাধনা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যেমন ভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা সংযমশীল হয়ে থাকতে পার।" (সূরা বাকারাহ ঃ ১৮৩ আয়াত)

হজ্জের প্রমাণ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

"এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরের সামর্থ রাখে যে ব্যক্তি তার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাবা ঘরের হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ আদেশ অমান্য করে তাহলে (জেনে রেখ) আল্লাহ (শুধু সে কেন বরং) সমস্ত বিশ্বজগত হতেই বেনিয়ায বা অমুখাপেক্ষী।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭ আয়াত)

المرتبة الثانية

দ্বিতীয় পর্যায় (ঈমান)

ঈমানের শাখা প্রশাখা সত্তরেরও অধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে ঃ 'লা -ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে উচ্চারণ করা। আর সর্বনিম্ন হচ্ছে পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেয়া, আর

লজ্জাশীলতা হচ্ছে ঈমানের শাখা সমূহের মধ্যে একটি শাখা।

أركانـــه ستـــة

ঈমানের রুকন ছয়টি

যথা ঃ (১) আল্লাহ (২) ফেরেশতাকুল (৩) আসমানী কিতাবসমূহ (৪) রাসূলগণ (৫) কিয়ামত দিবস ও (৬) তকদীর বা ভাগ্যের কল্যাণ - অকল্যাণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।

এর সমর্থনে কুরআনের দলীল ঃ

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿

" তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে এতে কোনই পূণ্য ও কল্যাণ নেই, বরং পূণ্যের অধিকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ, কিয়ামত, ফেরেস্তাবৃন্দ, কেতাবরাজি ও নবীকুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আর যে ব্যক্তি অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্বেও আত্মিয় - স্বজনদের, ইয়াতিমদের, মিসকীনদের, সাওয়ালকারী ভিক্ষুকদের এবং দাস - দাসীদের অর্থ দান করে, এবং যে ব্যক্তি নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত প্রদান করে, এবং অঙ্গিকার করলে তা পূর্ণ করে থাকে। অর্থ সংকটে, দুঃখ দারিদ্রে ও রণবিভীষিকায় অবিচলিত থাকে এরাই হচ্ছে সেই

সমস্ত লোক যারা সত্যপরায়ণ আর এরাই হচ্ছে ধর্মভীরু পরহেযগার " । (সূরা বাকারাহ ঃ ১৭৭ আয়াত)

তাকদীর সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ-

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَـٰهُ بِقَدَرٍ ﴾

" নিশ্চয় আমি সমস্ত বস্তুকে পয়দা করেছি এক একটি অবধারিত মান ও মর্যাদা অনুসারে " । (সুরা কামার ঃ ৪৯ আয়াত)

المرتبة الثالثة

তৃতীয় পর্যায়

(ইহসান)

ইহসান এর স্তম্ভ মাত্র একটি, সেটা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করার সময় তুমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছ (এটা মনে করা) আর যদি তুমি দেখতে না পাও তবে এ কথা মনে করে নিতে হবে যে, নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন " ।

এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণা নিম্নরূপ ঃ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾

"যারা সংযমশীল ও সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে রয়েছেন"। (সূরা নাহল ঃ ১২৮ আয়াত)

আল্লাহ পাক আরও বলেছেন ঃ

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّـٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ ﴾

"আর নির্ভর কর সেই পরাক্রান্ত ও কৃপানিধানের উপর যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দাঁড়াও নামাযে আর যখন তুমি নামায আদায়কারীদের সঙ্গে উঠাবসা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।" (সূরা শু'আরাঃ ২১৭ - ২২০ আয়াত)

আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

﴿ وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ

تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ ﴾

"এবং তুমি (হে রাসূল) যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান কর না কেন, আর তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা কিছু আবৃত্তি কর না কেন এবং তোমরা (হে জনগণ !) যে কোন কর্ম সম্পাদন কর না কেন আমি সেই সমস্তের পূর্ণ পর্যবেক্ষক হয়ে থাকি যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত হও।"

(সূরা ইউনুস ঃ ৬১ আয়াত)

এ সম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ হচ্ছে জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম এর এই সুপ্রসিদ্ধ হাদীস ঃ

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসেছিলাম এমতাবস্থায় সেখানে মিশমিশে কালকেশ, ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত একজন মানুষ এসে উপস্থিত হলেন। ভ্রমণের কোন নিদর্শনই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল না, অথচ আমরা কেউ তাকে চিনতে পারিনি। অতঃপর তিনি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর উরুদেশে রাখলেন, এরপর বললেন, হে মুহাম্মাদ ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করুন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

(১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত নেই কোন সত্য মা'বুদ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল।

(২) নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

(৩) যাকাত প্রদান করা

(৪) রমযান মাসে রোযাব্রত পালন করা এবং

(৫) পথের সম্বল হলে আল্লাহর ঘর (কাবা শরীফ) যিয়ারত করা।

আগন্তক বললেন ঃ আপনি ঠিক বলেছেন । তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করছেন আবার নিজেই তার সত্যায়ন করছেন - এতে আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ (তা হলো এই যে,) আল্লাহ, ফেরেশতাকুল, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল - মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এরপর আগন্তক বললেন ঃ আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ দিন। এর উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি যেন আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ একথা মনে মনে চিন্তা করতে হবে, আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন - একথা মনে মনে ভাবতে হবে। অতঃপর আগন্তক বললেন ঃ "আমাকে রোজ কিয়ামত সম্বন্ধে অবহিত করুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা অধিক জানে না (অর্থাৎ এ সম্পর্কে জানার ব্যাপারে উভয়েই সমকক্ষ)। এরপর আগন্তক রোজ কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ জানতে চাইলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ

যখন পরিচালিকা স্বীয় রব্বের জন্ম দেবে, নগ্নদেহ ও নগ্ন পদ বিশিষ্ট ও জীর্ণ শীর্ণ পোষাক পরিহিত ছাগল তত্ত্বাবধায়ক সুউচ্চ অট্টালিকায় বসবাস করবে, তখন রোয কিয়ামতের আগমন ঘটবে।

হাদীস বর্ণনাকারী বললেন ঃ আগন্তক পরক্ষণেই প্রস্থান করলেন। এরপর আমরা কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ থাকলাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ইনি হচ্ছেন জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম, তোমাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানার্থে তোমাদের কাছে এসে ছিলেন।

তৃতীয় মৌল বিষয়

সংবাদ বাহক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহর পুত্র, তাঁর পিতা আব্দুল মুত্তালেব, তার পিতা হাশেম। হাশেম

কুরায়শ বংশ উদ্ভূত এবং এটি আরব কওম ও গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র ইসমাঈলের বংশ হতে উদ্ভূত। (আমাদের নবীর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তেষট্রি (৬৩) বছর জীবিত ছিলেন, নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর এবং "নবী ও রাসূল" হিসাবে তেইশ বছর (অতিবাহিত করেছেন)।

সূরা "ইকরা" এবং সূরা মুদ্দাসসির অবতীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যথাক্রমে নবুওত ও রিসালাত প্রাপ্ত হয়েছেন। শির্ক থেকে সতর্ক করার জন্যে এবং অদ্বিতীয় আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারের জন্য নিজস্ব সংবাদবাহক হিসাবে আল্লাহ তাকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) পাঠিয়েছেন এই মর্তের মাটিতে।

এ সম্পর্কে কুরআনী ঘোষণা ঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ۝٧ ﴾

"হে কম্বলে দেহ আবৃতকারী। উঠে দাঁড়াও, সকলকে সতর্ক কর ও নিজ রব্বের মহিমা ঘোষণা কর। বস্ত্রসমূহ পাক সাফ রাখ, শির্কের কদর্যতাকে সম্পর্কে বর্জন কর, বিনিময় লাভের আশায় ইহসান করো না। আর নিজ রব্বের (আদেশ পালনে) ধৈর্য ধারণ কর।" (সূরা মুদ্দাস্‌সিরঃ ১ - ৭ আয়াত)

﴿ قُمْ فَأَنذِرْ ﴾

উঠে দাঁড়াও ও সতর্ক কর ঃ এর অর্থ শির্কের বিরুদ্ধে সতর্ক কর এবং তাওহীদের প্রতি আহবান জানাও ।

﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾

তোমার রব্বের মহিমা ঘোষণা কর ঃ এর অর্থ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম প্রচার কর।

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾

তোমার পোষাক পরিচ্ছেদ পাক - সাফ রাখ ঃ এর অর্থ "আমল সমূহকে" শির্কের কলুষ কালিমা থেকে পাবিত্র রাখ।

﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴾

কদর্যতা বর্জন কর ঃ

এর অর্থ প্রতিমা পূর্জা ও প্রতিমা পুজকদের থেকে দূরে বহু দূরে অবস্থান করে তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার কর।

তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহু বছর ধরে অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রচারকার্য চালাবার পর মি'রাজে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার আদেশ নিয়ে ফিরে আসেন। অতঃপর মক্কা ভূমে তিন বছর উক্ত নামায সূচারুরূপে সম্পাদনের পর আল মদীনায় হিজরত করার আদেশ প্রাপ্ত হন।

হিজরতের অর্থ শির্ক- কলুষিত স্থান পরিত্যাগ করে ইসলামী রাজ্যে গমন করা! এই উম্মাতের (উম্মতে মুহাম্মাদীয়া) জন্য শির্ক - কলুষিত স্থান থেকে ইসলামী রাজত্বে হিজরত করা ফরয করা হয়েছে। এই হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুন্ন ও অব্যাহত থাকবে।

এর সপক্ষে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা নিম্নরূপ ঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ

عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا

غَفُورًا ﴿٩٩﴾

"নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের 'জান কবয' করার সময় ফেরেশতাগণ বলবে, কি অবস্থায় তোমরা ছিলে ? তারা বলবে, আমরা মাটিতে পৃথিবীতে ছিলাম অসহায় ও লাচার অবস্থায়। ফেরেশতাকুল বলবে ঃ আল্লাহর দুনিয়া কি এতটা প্রশস্ত ছিল না যাতে তোমরা হিজরত করতে পারতে ? অতএব এরা হচ্ছে সেই সব লোক যাদের শেষ আশ্রয় হবে জাহান্নাম। আর এ হচ্ছে নিকৃষ্টতম আশ্রয় স্থল। কিন্তু যেসব আবাল- বৃদ্ধ - বণিতা এমন ভাবে লাচার ও অসহায় হয়ে পড়ে যে, কোন উপায় উদ্ভাবন করতে সম্বল খুঁজে পায় না, এদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা আশ্বাস দিচ্ছেন ; বস্তুত ঃ আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পাপ মোচনকারী।" (সূরা নেসা ৯৭- ৯৯ আয়াত)

কুরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ

﴿ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ فَإِيَّـٰىَ فَٱعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“হে আমার মু'মিন বান্দাগণ ! আমার এ ‘যমীন’ হচ্ছে প্রশস্ত। অতএব একমাত্র আমারই বান্দেগী করতে থাক।” (সূরা আন কাবুত ঃ ৫৬ আয়াত) তাফসীরকার আল বাগাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন ঃ

“এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ এই যে, যে সমস্ত মুসলমান হিজরত না করে মক্কায় রয়েছে, আল্লাহ তাদের বিশ্বাসী বলে আহবান করেছেন।”

হিজরতের সমর্থনে হাদীস হতে প্রমাণ ঃ

((لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها))

আল্লাহর নবী বলেছেনঃ “তওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না আর সূর্য পশ্চিম গগণে

উদিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার দ্বারও বন্ধ হবে না।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থান করার পর অন্যান্য আদেশগুলি প্রাপ্ত হন ! যথাঃ যাকাত, দান - খয়রাত, রোযাব্রত পালন, কাবাগৃহ পরিদর্শন, আযান, জিহাদ, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ইত্যাদি।

হিজরতের পরের দশ বছর তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। এরপর ইহলোক ত্যাগ করেন। (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তার উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক !)

তার প্রচারিত ধর্ম রোজ কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। তিনি তার উম্মতকে যাবতীয় সৎকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করে দিয়েছেন আর যাবতীয় অপকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সর্বোত্তম যে পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন তা হচ্ছে তাওহীদের পথ, আর দেখিয়েছেন সেই পথ যা আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং তাঁর পছন্দনীয়। এবং সর্ব নিকৃষ্ট

বস্তু যা হতে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন তা'হচ্ছে শির্ক এবং এমন সব কার্য যা আল্লাহ অপছন্দ করেন।

আল্লাহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এই নিখিল ধরণীর সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং সমস্ত জ্বিন ও ইনসানের পক্ষে তার আনুগত্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

"বল (হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হে মানব- মন্ডলী ! আমি (আল্লাহ কর্তৃক) তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত রাসূল।"

(সূরা আরাফ ঃ ১৫৮ আয়াত)

মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর মাধ্যমে তাঁর এই ধর্মকে পূর্ণপরিণত করেছেন। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের আয়াত এই ঃ

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾

"তোমাদের (কল্যাণের জন্যে) আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, আমার নেয়ামতকে তোমাদের প্রতি সুসম্পন্ন করলাম আর ইসলামকে তোমাদের ধর্ম (দ্বীন) হিসাবে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়েদা ঃ ৩ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবধারিত মৃত্যু সম্পর্কে কুরআনের বজ্র গম্ভীর ঘোষণা ঃ

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾ ﴾

"(হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদেরকেও একদিন মরতে হবে। বস্তুতঃ তোমরা সকলে তোমাদের রব্বের সন্নিধানে মহাপ্রলয়ের দিনে বাদ বিসম্বাদ

করতে থাকবে। (সূরা যুমার ঃ ৩১- ৩২ আয়াত)
আর মানুষ যখন মরবে, তখন তাকে অবশ্যই (কিয়ামতের তিন) পুনরুত্থিত করা হবে।
এবিষয়ে কুরআনে অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন বলা হয়েছে ঃ

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾ ﴾

"আমি তোমাদের মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি আর ওর মধ্যেই তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করবো এবং তার থেকেই একদিন আবার তোমাদের বের করে আনবো।" (সূরা ত্বহা ঃ ৫৫ আয়াত)
এ প্রসংগে কুরআন হতে আরও দলীল প্রমাণঃ

﴿ وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ ﴾

"আল্লাহ তোমাদের যমীন হতে উদ্ভূত করেছেন এক বিশেষ প্রণালীতে। এরপর তিনি আবার এতে

প্রত্যাবর্তিত করাবেন এবং (এর মধ্য হতে) বের করবেন যথাযথ প্রকারে।" (সূরা নূহ ঃ ১৭ -১৮ আয়াত)

আর পুনরুত্থানের পর প্রত্যেক (জ্বিন ও ইনসান) এর চুলচেরা হিসেব - নিকেশ নেওয়া হবে এবং তাদের আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴿٣١﴾ ﴾

"আর নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে অবস্থিত সমস্ত কিছুই একমাত্র আল্লাহরই অধিকার ভূক্ত। তিনি দুস্কর্মকারীদের কর্মানুসারে তাদের উপযুক্ত বদলা দিবেন; পক্ষান্তরে পূণ্যবান সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গকে

প্রদান করবেন উত্তম পূণ্যফল।” (সূরা নাজম ঃ ৩১ আয়াত)

আর যারা পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে, তারা কাফির বা অবিশ্বাসী।

পবিত্র কুরআন হতে এর প্রমাণ ঃ

﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

“কাফেররা মনে করে যে, তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না (হে রাসূল), তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাওঃ হ্যাঁ, আমার রব্বের শপথ নিশ্চয় তাদের উত্থিত করা হবে, তখন তোমাদের জ্ঞাত করানো হবে, আর আল্লাহর নিকট এ কাজ অতি সহজ।” (সূরা তাগাবুন ৭ ঃ আয়াত)

আল্লাহ পাক, সমস্ত নবীদের প্রেরণ করেছেন শুভ সংবাদ প্রদানার্থে আর (অকল্যাণ হতে) সতর্ক

করার জন্য ।

পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ ঃ

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ ﴾

"এই রাসূলগণকে আমরা প্রেরণ করেছিলাম সুসমাচারদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে যেন এই রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানবকুলের পক্ষে কৈফিয়ত দেওয়ার মতো কিছুই না থাকে।" (সূরা আন নেসা ঃ ১৬৫ আয়াত)

নবীদের মধ্যে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম প্রথম আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সর্বশেষ এবং তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদবাহক নবী বা রাসূলদের মধ্যে সীলমোহর স্বরূপ। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম এর নবুওতের সমর্থনে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা ঃ

﴿ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ﴾

"নিশ্চয়ই (হে রাসূল !) আমি ওহী প্রেরণ করেছি তোমার প্রতি যেমন অহী প্রেরণ করেছিলাম হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের প্রতি ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি।" (সূরা আন নেসা ঃ ১৬৩ আয়াত)

নূহ আলাইহিস্ সাল্লাম হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রতিটি জাতির নিকট সংবাদ বাহক প্রেরণ করা হয়েছিল, যাতে করে তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাগূতের পূজা থেকে বিরত থাকে।

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ ﴾

"প্রত্যেক উম্মতের নিকট আমি এক একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যেন তোমরা সকলে আল্লাহর

ইবাদত করতে থাক ও সকল প্রকার তাগুতের পূজা থেকে বেঁচে থাক।" (সূরা নাহাল ঃ ৩৬ আয়াত)

আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাগুতকে (প্রতিমা পুজাসহ গায়রুল্লাহর পূজা ও আনুগত্য বরণ) অস্বীকার করার আদেশ প্রদান করেছেন।

প্রখ্যাত মনীষী ইবনুল কাইয়েম রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন ঃ "তাগুত" শব্দটির অর্থ হল ঃ সীমালংঘনকারী ব্যক্তি।

এই ব্যক্তিটি উপাস্য ব্যক্তিও হতে পারে আবার উপাসনাকারীও হতে পারে ; অনুগত ব্যক্তিও হতে পারে আবার যার আনুগত্য করা হয় সেই ব্যক্তিও হতে পারে।

তাগুত অনেক প্রকারে রয়েছে ; এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি ঃ যথা ঃ

(১) শয়তান তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক।

(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় পুরোপুরি সম্মত থাকে।

(৩) যে ব্যক্তি নিজের উপাসনার জন্যে মানুষকে আহবান জানায়।

(৪) যে ব্যক্তি অদৃশ্য বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান আছে বলে দাবী করে।

(৫) যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে যার কোন প্রমাণ বা সমর্থন মেলে না এমন আইন - কানূন দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে।

পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ সাক্ষ্যঃ

﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

ইসলাম ধর্ম বা দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকারের জবরদস্তী বা বল প্রয়োগ নেই, নিশ্চয় হেদায়াত ও

অজ্ঞতা বা বিভ্রান্তি পরস্পর হতে স্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি সমস্ত "তাগুতকে" অমান্য করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন একটি সুদৃঢ় বন্ধন বা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরল যা কোন দিন ছিন্ন হবার নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্ঞাতা। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৫৬ আয়াত)

এটাই হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ ও তাৎপর্য। এবং হাদীসেও রয়েছে ঃ

((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))

"সর্ব বস্তুর শীর্ষ হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে নামায আর এর উচ্চতর শৃংগ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ)। আর আল্লাহই হচ্ছেন প্রত্যেক ব্যাপারে সর্বজ্ঞাতা।"

(الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات)

সমাপ্ত

من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

وأدلتها

تأليف العلامة الشيخ

الإمام محمد بن عبدالوهاب

رحمه الله

(١١١٥هـ - ١٢٠٦هـ)

نقله إلى البنغالية

عبدالمتين السلفي

أشرفت وكالة شؤون المطبوعات والنشر بالوزارة على إصداره

١٤٢٣هـ

الأصول الثلاثة وأدلتها

تأليف العلامة الشيخ

الإمام محمد بن عبدالوهاب

رحمه الله

(١١١٥هـ - ١٢٠٦هـ)

نقله إلى البنغالية

عبدالمتين السلفي

بنغالي

ردمك X-٠٤٥-٢٩-٩٩٦٠

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة